ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-২৬১৮

আগরতলা, ২৯ আগস্ট, ২০২৫

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে নিউরোলজি বিভাগের সাফল্য

হাঁটার অসুবিধা ও ভারসাম্যহীনতা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন রোগী

দক্ষিণ জেলার সাব্রুম মহকুমার বিজয়নগর থেকে আসা একজন রোগী এজিএমসি জিবিপি হাসপাতালে গত ১৮ আগস্ট, ২০২৫ ভর্তি হয়েছিলেন হাঁটার অসুবিধা এবং ভারসাম্যহীনতার সমস্যা নিয়ে। লোয়ার লিম্বের এনসিভি(NCV) টেস্টে দেখা যায় যে রোগীর নার্ভে ডিমাইলিনেশন হয়েছে, যা একটি জটিল নার্ভের সমস্যা। এই অবস্থায় এজিএমসি জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ আবীর লাল নাথ এবং নিউরোলজিস্ট ডাঃ অর্পণ মিত্র রোগী ও তার পরিবারকে বোঝান যে, জরুরি ভিত্তিতে আইভিআইজি(IVIG) থেরাপি দিতে হবে। ডাঃ নাথ প্রস্তাব দেন মোট ২০ বোতল আইভিআইজি(IVIG) প্রয়োগ করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে রোগী পাঁচ দিন ধারাবাহিকভাবে ইনজেকশন নিতে সম্মত হন।যদিও প্রথমে পরিবার কিছুটা চিন্তিত ছিলেন ইনজেকশন নিতে।আইভিআইজি(IVIG) চিকিৎসায় প্রতিদিন রোগীর অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে। তার ভারসাম্য ঠিক হতে শুরু হয়, হাঁটাচলা স্বাভাবিক হয় এবং তৃতীয় দিনে গেইট ও ব্যালান্স থেরাপি শুরু করা হয়। ষষ্ঠ দিনে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে শুরু করেন।রোগী জানান চিকিৎসকের সঠিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সেবায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে রোগীর জন্য তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে জিবিপি হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।এই সাফল্যের পেছনে ছিলেন ডাঃ অভিজিৎ আচার্য, ডাঃ অর্ক প্রভা রায় চৌধুরী, ডাঃ পৌলমী নাগ, ডাঃ শুভ্রজিৎ দাশ ও ডাঃ সুপ্রতিম সাহা সহ নার্সিং অফিসার সেবিকা দত্ত, রোজী চক্রবর্তী, আবুল হোসেন , সুরজিৎ সূত্রধর ও আরনিকা সিনহা। তারা সবাই মিলিতভাবে রোগীর সুস্থতা নিশ্চিত করেছেন।২৬ আগস্ট তিনি ছাড়া পান। রোগী ও তার পরিবার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যান, এবং তারা চিকিৎসক ও নার্সদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রেলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

****